



## 1602 - ধর্তব্য হল চাঁদ দখো; জ্যোর্তবিদিয়ার হসিব নয়

### প্রশ্ন

কোন মুসলমিরে জন্ম রোযা শুরু করা ও শেষে করার ক্ষেত্রে জ্যোর্তবিদিয়ার উপর নির্ভর করা কি জায়যে? নাকি অবশ্যই চাঁদ দখেতে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

ইসলামী শরীয়া (আইন) সহজ। এর বধিবিধান সাধারণ ও সর্বস্তরে মানুষ ও জ্বনিকে অন্তর্ভুক্তকারী; তারা শক্ষিত হোক, অশক্ষিত হোক, শহরবাসী হোক কথিবা গ্রামবাসী হোক। এ কারণে আল্লাহ তাদের জন্ম ইবাদতসমূহের সময় জানার পদ্ধতি সহজ করছেন। তিনি ইবাদতসমূহে শুরু ও শেষের সময় জানার জন্ম এমন কিছু আলামত নির্ধারণ করছেন যে আলামতগুলো জানা সবার নাগালে। উদাহরণস্বরূপঃ সূর্যাস্তকে মাগরবিরে ওয়াক্ত শুরু ও আসররে ওয়াক্ত শেষে হওয়ার আলামত হসিবে নির্ধারণ করছেন। লালমি আস্ত যাওয়াকে এশার ওয়াক্ত প্রবশেরে আলামত হসিবে নির্ধারণ করছেন। মাসরে শেষদিকে চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ দখো যাওয়াকে নতুন চন্দ্র মাস শুরু হওয়া ও আগরে মাসরে সমাপ্তির আলামত হসিবে নির্ধারণ করছেন। তিনি মাসরে শুরু জানার জন্ম আমাদেরকে এমন কিছু জানার দায়িত্ব দেননি যেটা গুটি কয়কে মানুষ ছাড়া অন্যরো জানে না; আর তা হচ্ছে— জ্যোর্তবিদিয়া কথিবা নক্ষত্র গণনাশাস্ত্র। নতুন চাঁদ দখোক মুসলমানদের রোযা শুরু করা ও রোযা ভঙ্গ করার আলামত হসিবে নির্ধারণ করে কুরআন ও সুন্নাহতে অনেকে দললি উদ্ধৃত হয়েছে। ঈদুল আযহা ও আরাফার দিন নির্ধারণেরে বধিটটি অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে।"[সূরা বাক্বারা; ২:১৮৫]। তিনি আরও বলেন: "তারা আপনাকে নতুন চন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করে; বলুন: সগুলো মানুষেরে (কাজকর্ম) ও হজ্জেরে সময় নির্ধারণক।"[সূরা বাক্বারা, ২:১৮৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন তোমরা সটো (চাঁদ) দখেবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা সটো (চাঁদ) দখেবে তখন রোযা ভঙ্গ করবে। আর যদি মঘোচ্ছন্ন হয় তাহলে তোমরা ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখাকে রমযান মাসরে নব চাঁদ দখোর সাথে সম্পৃক্ত করছেন এবং রোযা ভঙ্গাকে শাওয়াল মাসরে নব চাঁদ দখোর সাথে সম্পৃক্ত করছেন; তিনি নক্ষত্র গণনা কথিবা গ্রহসমূহেরে পরভ্রমণেরে সাথে সম্পৃক্ত করেননি। এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায়, খুলাফায়েরে রাশদৌনেরে যামানায়, চার ইমামেরে যামানায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিনি প্রজন্মেরে উত্তমতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন সে যামানায়



আমল হয়েছে। তাই চন্দ্রমাস সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া বদীতরে অন্তর্ভুক্ত; যাত্রে কোন কল্যাণ নাই এবং এর সপক্ষে শরীয়তে কোন দলিল নাই...। কল্যাণ হচ্চে যার গত হয়েছেন দ্বীনি বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা। অকল্যাণ হচ্চে দ্বীনি বিষয়ে নব প্রচলতি বদীতরে অনুসরণ; আল্লাহ্ আমাদেরকে, আপনাদেরকে ও সকল মুসলমানকে প্রকাশতি ও অপ্রকাশতি যাবতীয় ফতিনা থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।